জেলা জুড়ে পাঁচ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের, আহত ২৩ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ শুক্রবার সকাল থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে একাধিক দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল তিন জনের। আহত হয়েছেন আরও ২৩ জন। এদের কয়েকজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে তমলুকের রাধামণিতে ভুল ট্রাফিক সিগন্যালিংয়ের জন্য দুর্ঘটনায় একজন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।ট্রাফিক বুথে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, এইদিন সকালে পাঁশকুড়ায় ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্যসড়কের উপরে আচমকা এক সাইকেল আরোহী চলে আসায় বাইক এবং একটি লরি ক্রেস খেয়ে। এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবোঝাই বাসে গিয়ে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় বাসের ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য

পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নন্দকুমারে একটি লরি ও মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইক চালকের মৃত্যু হয়। তবে মৃতের নাম জানা যায়নি। তমলুকের কুলবেড়িয়া দমকলের সাথে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু না হলেও তিনজন বাইক আরোহী আহত হওয়ায় তাঁদের তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নন্দীগ্রামেও এক দুর্ঘটনায় মেশিন রিক্সা চালকের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম তপন গিরি (৩৯)। জানা গেছে, নন্দীগ্রাম গিরি মোড়ের বাসিন্দা তপন গিরি তাঁর মেশিন রিক্সায় লোহর রড বোঝাই করে চন্ডীপুরের দিকে যাওয়ার পথে রেয়াপাড়া বড়পুলের কাছে মেশিন রিক্সার চাকা ফেটে যায়। এরে জেরে রিক্সা উল্টে পরে চালকের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এই চালকের। অপরদিকে, তমলুকের রাধামণি মোড়ে দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের আকার নেয় এলাকা। অভিযোগ, ট্রাফিকের ভুল সিগন্যালিং এর জেরে একটা ডাম্পারের সামনে চলে আসে এক মোটর সাইকেল। দ্রুত গতিতে থাকা এই ডাম্পার বাইক ও তার চালককে পিষে দিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই বাইক চালক বাঁকুড়ার পুরুষোত্তমপুরের রঘুনাথবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক তয়হিন ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়। এরপরেই এই ঘটনার জন্য ট্রাফিক সিগন্যাল ও সিভিক ভলেন্টিয়ার দায়ী এই অভিযোগ তুলে ট্রাফিক বুথে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয়রা। রণক্ষেত্রের আকার নেয় হলদিয়া-মেছেদা ৪১ নং জাতীয় সড়ক। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় ট্রাফিক বুথে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার আলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, ঘটনাটি জানার পরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী রাধামণি মোড়ে ছুটে যায়। সামান্যক্ষণের পরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দুরমুটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরমুট ঃ টুলু পাম্পের মাধ্যমে বাড়ির বাগানে জল দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ শক খেয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের।মৃতের নাম মনিরুল খান (২৫)। জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার উত্তর দুরমুটের বাসিন্দা মনিরুল খান বৃহস্পতিবার রাতে বাগানে জল দেবার জন্য টুলু পাম্প চালু করে। পরে শুক্রবার সকালে পাম্প বন্ধ করার জন্য সুইচ টিপতেই বিদ্যুতের শক খান। বাড়ির লোকেরা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

নারায়ণগড় ব্লকে আন্তঃ বিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ একদিনের আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ভূতরাঙ্গা অঞ্চল শিক্ষা নিকেতনে। কেশিয়াড়ি ও নারায়ণগড় এই দুই ব্লকের আটটি স্কুলের স্কুলশিক্ষকসহ শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্লকের স্কুলগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূতরাঙ্গা অঞ্চল শিক্ষা নিকেতনের ব্যবস্থাপনায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করাহয়। সাবড়া, কুশবনাস, নেকুড়সেনী, ভূতরাঙ্গা, জয়কৃষ্ণপুর, কালিয়াপাড়া, কমিয়াচক, ভদ্রকালী হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা আন্তঃ বিদ্যালয় প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। খেলা শেষে শুক্রবার বিকালে জয়ী স্কুলগুলির হাতে ট্রফি ও বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মূলত, ভূতরাঙ্গা অঞ্চল শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে এই অভিনব আয়োজন প্রশংসিত হয়েছে অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলির কাছে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক সুজিৎকুমার ঘোষ বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ বসে এই প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। দুটি ব্লকের যে স্কুলগুলির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি তারা এইদিনের খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

পাতকুয়ো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম থানার আমডিহা গ্রামের পাতকুয়ো থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম দীপক মাহাত (৩০)। তিনি ছিলেন আমডিহা গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় দিনমজুর। গত মঙ্গলবার গ্রামের শ্রাদ্ধবাড়ি গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তারপর আর তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকেরা মানিকপাড়া ফাঁড়িতে মিসিং ডাইরি করেন। এইদিন সকালে প্রতিবেশীর বাড়ির কুয়োতে মৃতদেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা।খবর দেওয়া হয় দমকলের ও থানায়। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে কুয়োতে জল ভরে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহ ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দীপকবাবুকে খুন করা হয়েছে নাকি কুয়োতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তাই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

তমলুকের প্রথম সাংসদ প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ সামন্তের ১১৮তম জন্মদিন মহাসমারোহে পালিত হল হলদিয়া জুড়ে। এদিনই হলদিয়া উন্নয়নপর্ষদের নাম সতীশ সামন্ত ভবন হিসাবে নামাঙ্কিত করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরে হলদিয়া পৌরসভা ও সতীশ সামন্ত স্মারক কমিটির এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রতিবন্ধীদের ট্রাই সাইকেল তুলে দেন মন্ত্রী।

নন্দীগ্রামে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ সদ্যজাত শিশু উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নন্দীগ্রামে। শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটেছে নন্দীগ্রাম ১নং ব্লকের তেখালি ব্রিজ এলাকায়। সদ্যজাত শিশু উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে উৎসাহী বহু মানুষের ভিড় জমে ওই এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এইদিন সকালে তেখালি ব্রিজের পাশাপাশি ব্লক শহর নন্দীগ্রাম যাওয়ার রাস্তার পাশে কাপড় চাপা দেওয়া একটি শিশুর দেহ পাওয়া যায়। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ অফিসার অনিমেষ চক্রবর্তী জানান, শিশুটি পুত্র সন্তান। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সদ্যজাত ওই শিশুর দেহটি বৃহস্পতিবার রাতে ফেলে দিয়ে গিয়েছে কেউ। শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ফুলচাষী-ফুলব্যবসায়ীদের আন্দোলনের জেরে কোলাঘাট ফুলবাজারে রেলদপ্তর বর্দ্ধিত ভাড়া বাবদ অর্থ খানিকটা কমাতে বাধ্য হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম কোলাঘাট ফুলবাজারে সম্প্রতি রেলদপ্তর প্রতি চাষি, ব্যবসায়ী, পাল্লাদার, স্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যহ নেওয়া অর্থ দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে বাজারে আগত সর্বস্তরের মানুষজন গর্জে ওঠেন এবং রেলদপ্তরের স্থানীয় জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ব্লকের বিডিও অফিসে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হন। বিষয়টি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হটি কালচারাল দপ্তরের মন্ত্রী, প্রধান সচিব, অধিকর্তা, জেলা উপ-অধিকর্তা এবং জেলাশাসক ও তমলুক মহকুমাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ফলস্বরূপ মহকুমাশাসক রেলদপ্তরের আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে ঠিক হয় যে, সমস্ত মহিলারা বেল, তুলসিপাতা, দুর্বা, ধুতরাফুল বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন, তাদের কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া হবে না। স্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে বর্দ্ধিত ৪২ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা নেওয়া হবে প্রত্যহ। টিকিট কালেক্টাররা অর্থ আদায়ে কোন ছজ্জুতি করবেন না। বাজারের মেঝে, শেডসহ পরিকাঠামো উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন এবং এই বিষয়ে ফুলবাজার সমিতিকে অতিসত্বর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে অনুরোধ করেন রেলদপ্তরের আধিকারিক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ফুলচাষি, ফুলব্যবসায়ী, পাল্লাদার স্টলহোল্ডারদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জেরেই রেলদপ্তর বর্ধিত অর্থ আদায় খানিকটা কমাতে বাধ্য হলেন।

আন্দোলনের এই আংশিক জয়কে সহস্ত করেই আগামী দিনে বাজারের পরিষেবা চালুর দাবি আদায়ে দপ্তরকে বাধ্য করতে হবে। এইজন্য হটি কালচার দপ্তরের মন্ত্রী এবং রেল ও সমস্ত প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আগামী মাসে ফুলবাজারে ফুলচাষীদের তৃতীয় কোলঘাট জোনাল সম্মেলনে আহ্বান করা হয়েছে।

চাল সাপ্লাই দিতে না পারায় বন্ধ আইসিডিএস কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ যেখানে ছাত্রদের পরিপূরক পুষ্টিপ্রদান করতে হয় স্কুলকে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হয় গর্ভবতী ও প্রসূতিদের। সেই স্কুল চালের অভাবে বন্ধ প্রায় তিন সপ্তাহ। স্কুলেই আসছে না ছাত্রছাত্রী থেকে অন্যান্য প্রাপকেরা। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের সুজানগর আইসিডিএস কেন্দ্রের। স্কুলের কর্মী শ্রাবনি বারিক জানান, গত বেশ কয়েকদিন স্কুলে চাল আসছে না। রিপোর্ট দিয়েছি। ফলে চাল না আসায় রান্না করতে পারছি না। ছাত্রছাত্রীরা মূলত পরিপূরক পুষ্টি গ্রহণের জন্য আসে আইসিডিএস কেন্দ্রে। চালের অভাবে রান্না না হওয়ায় তারাও আর স্কুলে আসছে না। তাঁর দাবি, চাল শেষ হয়ে যাওয়ার রিপোর্ট তিনি সুপারভাইজারকে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রায় ২১ দিন কেটে গেলেও একই অবস্থা। তবে যেটা জানা যাচ্ছে, বর্তমানে চাল সাপ্লাই দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। আর তার জেরেই এই অভাব। তবে প্রশাসন আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে চাল চলে আসার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে সেইসঙ্গে স্কুল বন্ধ না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিকে।

বিদ্যুৎ থাকলেও তা বিপজ্জনক অবস্থায়, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ সামনেই আইসিডিএস স্কুল, তাই স্কুলের কাজেই বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ গেছে গ্রামে। কিন্তু কোনও মেইন সুইচ ছাড়াই সরাসরি। প্রায় কুড়িদিন ধরে আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। হঠাৎ কোনও বিপদ হলে কিছু করার থাকবে না। বিদ্যুৎ বিভাগে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি বেলদা থানার দেউলি হাসপাতাল পাড়ার। কয়েকদিন আগে সমস্যা হওয়ায় বেলদা বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তর থেকে কর্মীরা গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক করে দিয়ে আসেন। কিন্তু, সেই সংযোগ এগারো হাজার ভোল্টের লাইনের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করে দিয়ে যান তাঁরা। কোনও মেইন সুইচ তথা জাম্পার না রেখেই। আর এতেই বিপদের আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পরিবার এই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালিপনার জন্য। লুয়াপাড়ার গ্রামবাসীদের বক্তব্য, জাম্পারটি খুলে নিয়ে গেছেন তাঁরা। লাগাতে আসবে কথা দিয়ে গেলেও কুড়িদিন কেটে গেল আসেননি কেউ। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আবার সামনেই একটি আইসিডিএস কেন্দ্র চলে। কোনও বিপদ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করার কোনও উপায় নেই। মরতে হবে তাঁদেরকে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেলদা স্টেশন ম্যানেজারকে জানালেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। কিন্তু কেন এই বিদ্যুৎ নিয়ে খামখেয়ালিপনা? তা জানা নেই গ্রামবাসীদের। তাই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন লুয়াপাড়ার গ্রামবাসী।

হেঁড়িয়ায় তিনদিনের নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হেঁড়িয়া ঃ বিগত কয়েক বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে একটি ভয়ংকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য-ভাতৃত্ব বোধে টান পড়েছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান খেলা। দেশ জুড়ে ক্রীড়ার যত বিকাশ হবে মানুষের মধ্যে এই টানাপোড়েন ততই কমবে। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হেঁড়িয়াতে তিনদিনের নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে এই দাবি করেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, হেঁড়িয়া শিবপ্রসাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নীলেন্দু বাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি বিমান নায়ক, অতনু ঘোড়াই প্রমুখ। হেঁড়িয়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শিবপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। অতিথিরা তাঁদের ভাষণে প্রতিযোগিতার আয়োজক সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লক্ষ্যভেদের জন্য এনসিসির বন্দুকই সম্বল, দেশকে শুটিংয়ে পদক এনে দিতে মমতা ব্যানার্জীর মুখাপেক্ষী প্রিয়াংকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানিপারুল ঃ স্বপ্ন আছে। আর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আছে প্রচন্ড মনের জোর। খামতি শুধুই অর্থ আর উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ। সারা দেশ তথা বিশ্বের কাছে পশ্চিমবঙ্গকে শুটিং প্রতিযোগিতায় সামনের আসনে জায়গা করে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর পানিপারুল হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াংকা জানা ও তার পরিবার। তাই প্রবলভাবে তাঁরা মুখাপেক্ষী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার পানিপারুলের বাসিন্দা শম্ভু জানার একমাত্র মেয়ে প্রিয়াংকা আর একমাত্র ছেলে সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী মালতি জানা। পানিপারুল বাজারে একটি ছোট্ট চাউমিনের দোকানের উপরে নির্ভর করে সংসার কেটে যাচ্ছিল যেমন তেমন করে। পানিপারুল হাইস্কুলে এনসিসিতে মেয়ে যোগ দেওয়ার পরেই ভালোবেসে ফেললো শুটিংকে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো, একদিন সেও অলিম্পিকে বন্দুক হাতে নিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। নিজের বিভাগে সোনা এনে সারা বিশ্বের কাছে ভারতের এই রাজ্যকে, তার জন্মভূমি পানিপারুলকে তুলে ধরবে। শুরু হয়ে গেল কঠিন লড়াই। নিজের বন্দুক নেই, কেনার সামর্থও নেই। তাই এনসিসির বন্দুক নিয়েই শুরু হল প্রশিক্ষণ। শম্ভু জানা বলেন, আর্থিক দুরাবস্থার জন্য কয়েকবার বারণ করলেও পরে মেয়ের ভালোবাসা আর স্বপ্ন পূরণের জন্য যতটা পারি চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রিয়াংকা জানিয়েছেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোথাও শুটিং-এর প্রশিক্ষণের কোনও সুযোগ না থাকায় সপ্তাহে সপ্তাহে আসানসোলে ছুটে গেছে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য। এর মধ্যে গত বছর মহারাষ্ট্রের পুনেতে শুটিং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করায় রাজ্যপালের থেকে পদক প্রাপ্তি আরও উৎসাহী করেছে। সেই সাথে উৎসাহ বেড়েছে বাবা শম্ভু জানা, মা মালতি জানাদের। প্রিয়াংকা জানিয়েছে, মাত্র দুই বছরের প্রশিক্ষণ পেয়ে এই সাফল্য পেয়েছে। জানিয়েছে, আরও ভালো প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে তার সামনে থাকা প্রতিযোগীদের হারিয়ে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠে আসতেও বেশি সময় লাগবে না। সেই সুযোগ যাতে পায় সে তাই এই উদীয়মান প্রতিভা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মুখাপেক্ষী। প্রসঙ্গত কেরালার তিরুবনন্তপুরমে শুরু হওয়া উইমেন জুনিয়ার প্রোন কম্পিটিশানে এই রাজ্যের মধ্যে প্রথম ও সারা দেশে ১৫ তম স্থান দখল করেছে প্রিয়াংকা। জানা গেছে, এই প্রতিযোগিতায় এই রাজ্য থেকে ৭ জন সহ সারা দেশের মোট পাঁচ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েসান (AKFI)

আমন্ত্রণ লিপি

:: মুছে দেহরি মুছে মনের আঁধার ::

মাননীয়/মাননীয়া,

এই ভাবনাকে পাথের করে কাবাডি খেলাকে আরও জনপ্রিয় ও মানোন্নয়নের তাগিদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েসানের উদ্যোগে আগামী ইং–১৭ই ডিসেম্বর রবিবার ২০১৭ দুপুর ১ টায় মেছেদা বাইপাস সুষমা কমপ্লেক্স হইতে কাঁথি শহরে রেলি ও বিকেল ৪ টায় কাঁথি–৩ ব্লক অর্ন্তগত হরিনাপাশলদলবাড়ছিত নওজোয়ান সংঘ খেলার মাঠে আন্তঃ জেলা কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিত একান্তভাবে কামনা করি

শ্রী শ্যামল দাস	শ্রী সুনীল গিরি	শ্রী সৌম্যেন্দু অধিকারী
কার্যকারী সভাপতি	অরগানাইজ সম্পাদক	সভাপতি
জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েসান	জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েসান	কাঁথি মহকুমা কাবাডি এ্যাসোসিয়েসান
কর্মাধ্যক্ষ কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি	প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড়	পৌরপ্রধান কাঁথি পৌরসভা

— ঃ উক্ত অনুষ্ঠানে গৌরবময় উপস্থিত হিসেবে থাকছেনঃ–

সম্মানীয় শ্রী শিশির অধিকারী, পেট্রোন, জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান ও সাংসদ, কাঁথি লোকসভা। সম্মানীয় শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সভাপতি রাজ্য ইউনিট ও সহ-সভাপতি জাতীয় ইউনিট(কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান) এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, সভাপতি , জেলা ইউনিট (কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান) ও পরিবহন মন্ত্রী , পশ্চিমবঙ্গ। সম্মানীয়া শ্রীমতা শশী পাঁজা, সহ সভাপতি, রাজ্য ইউনিট (কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান) ও নারী ও শিশু কল্যাণ, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। সম্মানীয়া শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। বিধায়িকা দক্ষিণ কাঁথি। সম্মানীয়া শ্রীমতী বনশ্রী মাইতি, বিধায়িকা, উত্তর কাঁথি। সম্মানীয় শ্রী স্বপন মহাপাত্র, কোষাধ্যক্ষ, রাজ্য ইউনিট (কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান)। সম্মানীয় শ্রী বিকাশ চন্দ্র বেজ, সহ সম্পাদক, জেলা ইউনিট (কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান) ও সভাপতি কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি। সম্মানীয় শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। মাননীয় শ্রী রামপদ বেরা, সম্পাদক, জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান।

সত্যজিৎ কর, সম্পাদক, কাঁথি মহকুমা কাবাডি এ্যাসোসিয়েশান কর্তৃক প্রচারিত